দৈনিক বাংলা

তারিখ 0 2 DEC 1991
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

সন্ত্রাস বন্ধ হবেই ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সন্ত্রাসের বিভীষিকা

আবদাল আহমদ ঃ সন্ত্রাসী ঘটনার ব্যাপারে পুলিশের কাছে কেউ মুখ খুলতে চায় না। হত্যা মামলার ব্যাপারে কোন সাক্ষী পাওয়া যায় না। হত্যা মামলার তদন্ত করতে গেলে ঘটনাস্থল ও আশপাশের লোকজন কোন তথ্যই জানায় না। গত পাঁচ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের ঘটনায় গুলিতে ১৪টি হত্যাকান্ড ঘটেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কেউ সাক্ষী দিতে রাজী না হওয়ায় হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও হত্যার কারণ উদঘাটন করা দুরূহ হয়ে পড়ে।

পুলিশের দায়িত্বশীল একটি সূত্র থেকে এ অভিযোগ করা হয়েছে। সূত্রটি জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক ও ছাত্রদের সহযোগিতা থাকলে অপরাধীদের দমন করা সহজ হত।

সন্ত্রাস বর্তমানে সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়েছে। সন্ত্রাসের বলি হয়ে প্রাণ দিচ্ছে ছাত্র, শ্রমিক, গৃহবধূ। প্রাণ দিচ্ছে রাজনৈতিক কর্মী, ব্যবসায়ী। বিপর্যস্ত হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা, সমাজ জীবন। ব্যাহত হচ্ছে শিল্পোৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য। কিন্তু সন্ত্রাসীরা থেকে যাচ্ছে আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে। খুন হচ্ছে, খুনের বিচার হচ্ছে না।

সন্ত্রাস দমনের উপায় কি? সকল রাজনৈতিক দল, সকল ছাত্র সংগঠন, সরকার, শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সবাই চান সন্ত্রাস বন্ধ হোক। কিন্তু সন্ত্রাস দমনে এগিয়ে আসার ব্যাপারে ব্যর্থতা সবারই সমান। সন্ত্রাসের ব্যাপারে পরস্পরকে দোষারোপই চলছে। কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না।

এ বিষয়ে গতকাল দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় বিভিন্ন মহলের।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরী বলেন, বর্তমান সরকার সন্ত্রাস দমনে আন্তরিক। এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগও নেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে সর্বদলীয় বৈঠক করেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে আমিও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে মত-বিনিময় করেছি। মতবিনিময় করেছি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। সন্ত্রাস দমনে সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি হয়েছে। কমিটি এ ব্যাপারে বিভিন্ন মহলের বক্তব্য নিচ্ছে। ইতিমধ্যেই কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, আইজিপি, স্বরাষ্ট্র (শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (প্রথম পৃঃ পর)

সচিব, ছাত্র নেতৃবৃন্দের মতামত নিয়েছে। বিভিন্ন ফোরাম থেকেও কমিটির কাছে সুপারিশমালা দেয়া হচ্ছে। কমিটি খুবই সক্রিয়। খুব শীগগিরই কমিটি একটি রিপোর্ট তৈরি করবে। এছাড়া সন্ত্রাসের ব্যাপারে সরকার আবারও সর্বদলীয় সভা আহ্বান করবেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, সন্ত্রাস বন্ধ হবেই। তিনি বলেন, আমরা আশা করছি সংসদের আগামী অধিবেশনেই সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করে আমরা একটা ঐকমত্যে পৌঁছতে পারব। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলসহ সবার সহযোগিতা নিয়েই বর্তমান সরকার সন্ত্রাস দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অবৈধ অস্ত্রের উৎস সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পুলিশ এ ব্যাপারে তৎপর রয়েছে। দেশের সব লেদ মেশিনেই অস্ত্র তৈরি হয় না। কোন লেদ মেশিনে অস্ত্র তৈরির খবর পেলেই পুলিশ অভিযান চালায়। তিনি বলেন, সন্ত্রাস দমনে বর্তমানে পুলিশ অভিযান জোরদার করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চাইলে প্রতিটি হলের সামনে পুলিশ প্রহরা দিতেও আমরা রাজী আছি।

সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে বেশ কয়েক-জন ছাত্রনেতার মত হচ্ছে, এরশাদ পত-নের আন্দোলনের মত সন্ত্রাসের ব্যাপারেও একটি ইস্যুতে সকলের দ্বিধাহীন ঐক্যের সময় এসেছে। সকলে বসে আমরা সন্ত্রাসীদের তালিকা তৈরি করতে পারি। তারা আরও বলেন, কালো টাকার উৎস ও বিস্তার বন্ধ করতে হবে। স্বাধীন ছাত্র রাজনীতি চালু করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও দু'টো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোন সন্ত্রাসী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র হলে তাকে দ্রুত একাডেমিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বহিষ্কার করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রমাণ করতে হবে হলের সীট বন্টনের ক্ষেত্রে অস্ত্র-ধারীদের কাছে তারা জিম্মি নয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিজস্ব সিকিউরিটি ফোর্সও রাখা যেতে পারে।